



১৩৪

৬

## শিক্ষা

### কাজের মাধ্যমে লেখাপড়া

দেশে ব্যাপক নিরক্ষরতা আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। নিরক্ষরতার কারণে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিপ্লব এখনও শুরু হতে পারেনি। দেশে এই নিরক্ষরতার করণ বহুমুখী। তবে এই ব্যাপক নিরক্ষরতার পেছনে আমাদের দেশের জনগণের দারিদ্র্যতা ও অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে দায়ী। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষক সম্পন্ন না করে মাঝখানে চলে যায়। প্রথম বছরে প্রায় ১৫%, ২য় বছরে ১০% এবং ৪র্থ বছরে ৫০% ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ত্যাগ করার প্রবণতা দেখা যায়।

আবার প্রাথমিক শিক্ষায় যারা পাস করে তাদের ১০% এরও কম মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষায় যারা ভর্তি হয় তাদের ৬০% মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে না এবং যারা মাধ্যমিক শিক্ষায় পাস করে তাদের মাত্র ২০% বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। এই ড্রপ আউটের প্রধান কারণঃ ১। শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী ছেলে-মেয়ে গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করে এবং তাদের পেছনে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোন সমর্থন ও সহযোগিতা নেই।

২। আর্থিক কারণে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার পর লেখাপড়া ছেড়ে দেয়

এবং চাষাবাদ কাজে অথবা অন্য কোন জীবিকা উপায়ে অস্থানিয়োগ করে। ৩। শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের কোন সম্পর্ক নেই এবং শিক্ষার খরচও অতিরিক্ত বেড়ে চলেছে।

৪। উচ্চ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট ত্রুটি এবং শিক্ষার পাঠ্যক্রম উৎপাদনশীল নয় ইত্যাদি নিরক্ষরতার প্রধান কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করা যায় এ জন্য যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহেও বর্তমানে অভিভাবকগণ তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করাতে চান, কিন্তু ব্যাপক দারিদ্র্যতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে না।

শিক্ষা গ্রহণের এই ক্রমহ্রাসমান প্রবণতাকে রোধ করার জন্য আমাদের

দেশের শিক্ষকগণ এক ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে পারেন। যেমন “কাজের মাধ্যমে পড়া” আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অনেক জায়গা খালি ও অনুৎপাদনশীল অবস্থায় পড়ে থাকে। এই খালি ও অব্যবহৃত জায়গা উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে গরীব ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়া যায়। উন্নত দেশগুলোতেও ‘দৃষ্টান্ত স্কুল’ হিসেবে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইরূপ ‘কাজের মাধ্যমে পড়া’ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। আমরা তাদের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি।

—মোঃ মুজিবুর রহমান